গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ক্যান্সার, কিডনী, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড ও জন্মগত হৃদরোগীর আর্থিক সহায়তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন নীতিমালা

সমাজসেবা অধিদফতর
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
২০১৪ (সংশোধিত)

মোঃ [illegible] খান
সহকারী সচিব
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

(মোঃ [illegible] ইমাম)
কর্মসূচি পরিচালক
ক্যান্সার, কিডনী ও লিভার সিরোসিস
রোগীর আর্থিক সহায়তা কর্মসূচি
সমাজসেবা অধিদফতর, ঢাকা।

গাজী মোহাম্মদ নূরুল কবির
(অতিরিক্ত সচিব)
মহাপরিচালক
সমাজসেবা অধিদফতর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সূচিপত্র

অনুচ্ছেদ নম্বর	বিষয়	পৃষ্ঠা নম্বর
১	পটভূমি	১
২	সংজ্ঞা	১
	২.১ ক্যান্সার	১
	২.২ সিরোসিস	১
	২.৩ কিডনী	১-২
	২.৪ স্ট্রোকে প্যারালাইজড	২
	২.৫ জন্মগত হৃদরোগ	২
৩	লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	২
৪	কর্মসূচি বাস্তবায়নের কৌশল	২
৫	কার্য এলাকা	২
৬	বাস্তবায়ন কর্তৃপক্ষ	২
৭	সমীক্ষা/তথ্য সংগ্রহ	২
৮	আর্থিক সহায়তার পরিমাণ	৩
৯	কর্মসূচি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া	৩
	৯.১ প্রার্থী নির্বাচনের মানদন্ড	৩
	৯.২ আর্থিক সহায়তা প্রাপ্তির যোগ্যতা ও শর্তাবলী	৩
১০	আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য প্রার্থী বাছাই পদ্ধতি	৩
	১০.১ আর্থিক সহায়তা প্রদান সংক্রান্ত কমিটি	৩
	১০.২ প্রচার ও দরখাস্ত আহবান	৩
	১০.৩ প্রার্থী বাছাই প্রক্রিয়া	৪
১১	যে সকল কারণে আর্থিক সহায়তা বাতিল করা যাবে	৪
১২	আর্থিক সহায়তা পরিশোধ পদ্ধতি	৪
১৩	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন	৪
১৪	ক্যান্সার, কিডনী, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড ও জন্মগত হৃদরোগীর আর্থিক সহায়তা প্রদান সংক্রান্ত বাস্তবায়ন কমিটিসমূহ	৫
	১৪.১ জেলা বাছাই কমিটি	৫
	১৪.২ সমাজসেবা অধিদফতর পর্যায়ে গঠিত বাস্তবায়ন কমিটি	৫
	১৪.৩ জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি	৬
১৫	নীতিমালা সংশোধন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জনের ক্ষমতা	৬
১৬	কর্মসূচি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত ফরম/রেজিষ্টার এর নমুনা	৭-১৫

মোঃ মুখলেছুর রহমান খান
সহকারী সচিব
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

(মোঃ সাব্বির ইমাম)
কর্মসূচি পরিচালক
ক্যান্সার, কিডনী ও লিভার সিরোসিস
রোগীর আর্থিক সহায়তা কর্মসূচি
সমাজসেবা অধিদফতর, ঢাকা।

গাজী মোহাম্মদ নূরুল কবির
(অতিরিক্ত সচিব)
মহাপরিচালক
সমাজসেবা অধিদফতর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ক্যান্সার, কিডনী, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড ও জন্মগত হৃদরোগীর আর্থিক সহায়তা কর্মসূচি:

১. পটভূমি:

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়াধীন সমাজসেবা অধিদফতর "হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম" এর মাধ্যমে দুস্থ ও অসহায় রোগীদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করে থাকে। সমগ্র বাংলাদেশে ৮৪ টি হাসপাতালে বর্তমানে এ কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে। কিন্তু ক্যান্সার, কিডনী, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড ও জন্মগত হৃদরোগে আক্রান্ত রোগীদের সহায়তার জন্য কোন কার্যক্রম নেই। বাংলাদেশে ক্যান্সারে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা প্রায় ১২ লক্ষ। প্রতিবছর দেশে প্রায় দুই থেকে আড়াই লক্ষ নতুন রোগী ক্যান্সারে আক্রান্ত হচ্ছে। কিডনী ও লিভার সিরোসিসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যাও দুই লক্ষাধিক। প্রতি বছর এসব রোগে আক্রান্ত হয়ে দুই থেকে আড়াই লক্ষ লোক মৃত্যুবরণ করছে। লিভার সিরোসিস লিভারের একটি দীর্ঘ মেয়াদী ও জটিল রোগ। এ রোগে লিভারের কাঠামো (আর্কিটেকচার) নষ্ট হয়ে যায়। লিভারে ফাইব্রোসিস ও নডিউল তৈরী হয় এবং পরিণতিতে লিভার তার স্বাভাবিক কার্যক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। আমাদের দেশে লিভার সিরোসিস প্রধানত হেপাটাইটিস বি ভাইরাস, হেপাটাইটিস সি ভাইরাস, ফ্যাটি লিভার ও এলকোহল জনিত কারণে হয়ে থাকে। বাংলাদেশে স্ট্রোকে আক্রান্তের হার বছরে ৫-১২ জন প্রতি হাজারে। যদি ঠিক মত চিকিৎসা না করা হয়, স্ট্রোক থেকে মৃত্যুর হার এক মাসের মধ্যে ১৯%। এক বছরের মধ্যে এর মৃত্যুর হার ৩১%। যারা বেঁচে থাকে তাদের মাঝে ৩৫% রোগী স্থায়ীভাবে পঙ্গু হয়ে থাকে অথবা অন্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকে। স্ট্রোকে আক্রান্ত রোগী হঠাৎ করে তার কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। ফলে সেই ব্যক্তিটি যদি পরিবারের উপার্জনকারী সদস্য হয়ে থাকে তবে তার উপার্জন ক্ষমতা তাৎক্ষণিকভাবে রহিত হয়ে যায়। শুধু তাই নয়, তার সেবা করার জন্য আরও তিন-চার জনকে তাদের স্বাভাবিক কাজ কর্ম বন্ধ রেখে নিয়োজিত থাকতে হয়। ফলে ঐ পরিবারের আর্থিক ব্যয় অনেকগুণে বেড়ে যায়। অনেক পরিবারের পক্ষে এই বিশাল অর্থনৈতিক চাপ বহন করা সম্ভাব হয় না। ফলশ্রুতিতে স্ট্রোকের সম্মিলিত ব্যয়ভার জাতীয় পর্যায়ে ব্যাপক আকারে বোঝা হিসাবে আবির্ভূত হয়। প্রতিবৎসর আনুমানিক ৩০,০০০ শিশু জন্মগত হৃদরোগ নিয়ে জন্ম গ্রহণ করে। এদের মধ্যে অনেকেই ব্যয়বহুল চিকিৎসার সুযোগ না পেয়ে মৃত্যুবরণ করে। জন্মগত হৃদরোগে আক্রান্ত এই সব শিশুদের যদি আর্থিক সহযোগিতার মাধ্যমে যথাযথ চিকিৎসা (যেমন: কার্ডিয়াক সার্জারী/ডিভাইস ক্লোজার) করা হয় তবে অনেকেই নতুন জীবন ফিরে পাবে। অর্থের অভাবে এসব রোগে আক্রান্ত রোগীরা ধুঁকে ধুঁকে মারা যায়। তেমনি তার পরিবার ব্যয়ভার বহন করে নিঃস্ব হয়ে পড়ে। ইতোপূর্বে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়াধীন সমাজসেবা অধিদফতরের মাধ্যমে Support Services for Vulnerable Group (SSVG) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ক্যান্সার, কিডনী, লিভার সিরোসিস রোগে আক্রান্ত গরীব রোগীদের এককালীন ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা হারে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। গরীব রোগীদের কল্যাণে পরিচালিত বর্ণিত প্রকল্প সকল পর্যায়ে প্রসংশিত হয়েছে। উল্লেখিত প্রকল্পের সফলতা বিবেচনায় নিয়ে সরকার এ কার্যক্রমকে স্থায়ী কর্মসূচিতে রূপদান করার লক্ষ্যে সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমের আওতায় বাস্তবায়নের জন্য একটি যুগোপযোগী নীতিমালা প্রণয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

২.০ সংজ্ঞা

২.১ ক্যান্সার

আমাদের দেহ অসংখ্য ছোট ছোট কোষের সমন্বয়ে গঠিত। শরীরের কোনো স্থানে অস্বাভাবিক কোষ বৃদ্ধির ফলে কোনো চাকা বা পিন্ডের সৃষ্টি হলে তাকে টিউমার বলা হয়। শরীরের বিনা প্রয়োজনে অনিয়ন্ত্রিত কোষ বিভাজন থেকে এর সৃষ্টি। প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী টিউমার দুই ধরণেরঃ ১) বিনাইন টিউমার বা অতিক্ষতিকারক টিউমার। উৎপত্তিস্থলের মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ থাকে। কাছের বা দূরের অন্য কোনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে আক্রান্ত করে না। ২) ম্যালিগন্যান্ট টিউমার বা আগ্রাসী টিউমার। উৎপত্তিস্থলের সীমানা ছাড়িয়ে আশেপাশের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বা গ্রন্থিকে আক্রান্ত করে। এমনকি রক্ত বা লসিকা প্রবাহের মাধ্যমে দূরবর্তী অংশেও ছড়িয়ে পড়তে পারে। এই ম্যালিগন্যান্ট টিউমারকেরই সাধারণভাবে ক্যান্সার বলা হয়।

২.২. সিরোসিস:

লিভার সিরোসিস লিভারের একটি দীর্ঘ মেয়াদী ও জটিল রোগ। এ রোগে লিভারের কাঠামো (আর্কিটেকচার) নষ্ট হয়ে যায়। লিভারে ফাইব্রোসিস ও নডিউল তৈরী হয় এবং পরিণতিতে লিভার তার স্বাভাবিক কার্যক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। আমাদের দেশে লিভার সিরোসিস প্রধানত হেপাটাইটিস বি ভাইরাস, হেপাটাইটিস সি ভাইরাস, ফ্যাটি লিভার ও এলকোহল জনিত কারনে হয়ে থাকে।

২.৩. কিডনী রোগ

বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় ২ কোটি লোক বিভিন্ন ধরণের কিডনী রোগে ভুগছে। কিডনী যখন তার কার্যক্ষমতা ক্রমান্বয়ে হারাতে থাকে তখন শরীরে বিভিন্ন সমস্যা দেখা দেয়। যদি কিডনী রোগ বেশি বেড়ে যায় তখন রক্তে দুষিত পদার্থ বাড়তে থাকে এবং অসুস্থবোধ হতে থাকে। সেই সঙ্গে উচ্চ রক্তচাপ, অ্যানিমিয়া (লাল রক্ত কনিকার স্বল্পতা), হাড় দুর্বলতা, পুষ্টিহীনতা, স্নায়বিক ক্ষতিগ্রস্ততা দেখা দিতে পারে। ক্রনিক কিডনি ডিজিজ হৃদরোগ ও রক্তনালির রোগ বৃদ্ধি করতে পারে। এসব রোগ এবং রোগের বৃদ্ধি ঘটতে থাকে ধীরগতিতে এবং অনেক দিন ধরে। ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, নেফ্রাইটিস এবং অন্যান্য মেটাবলিক ডিসঅর্ডারের কারণে ক্রনিক কিডনি রোগ হতে পারে। প্রাথমিক অবস্থায়

(মোঃ সাব্বির ইমাম)
কর্মসূচি পরিচালক
ক্যান্সার, কিডনী ও লিভার সিরোসিস
রোগীর আর্থিক সহায়তা কর্মসূচি
সমাজসেবা অধিদফতর, ঢাকা।

গাজী মোহাম্মদ নুরুল কবির
(অতিরিক্ত সচিব)
মহাপরিচালক
সমাজসেবা অধিদফতর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মোঃ মুখলেছুর রহমান খান
সহকারী সচিব
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

রোগ নির্নয় এবং চিকিৎসা করালে রোগ নিরাময় বা নিয়ন্ত্রণ বা আরো খারাপ হওয়ার দ্রুততাকে ধীরগতিসম্পন্ন করা যায়। যদি রোগ দ্রুত বাড়তে থাকে এবং এক পর্যায়ে কিডনি বিকল হয়ে পড়ে তখন কৃত্রিম উপায়ে অর্থাৎ ডায়ালাইসিস পদ্ধতিতে রক্ত পরিশুদ্ধের ব্যবস্থা করতে হয় এবং কিডনি প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে জীবন রক্ষা করা যেতে পারে।

২.৪ স্ট্রোকে প্যারালাইজড

হঠাৎ করে শরীরের যেকোন অংশের কর্মক্ষমতা হ্রাস অথবা পক্ষাঘাত হওয়া যা ২৪ ঘন্টার বেশী সময় ধরে থাকবে এবং যা মস্তিষ্কের রক্তনালীর জটিলতার কারণে সৃষ্ট (Stroke may be defined as sudden Neurological deficit which persist for 24hrs or patient may die within 24hrs which is non traumatic vascular origin)

২.৫ জন্মগত হৃদরোগ

জন্মের সময়ই শিশুর হৃদপিন্ডে বিভিন্ন জন্মগত ত্রুটি (ডেভেলপমেন্টাল এ্যানোমালি) থাকতে পারে। এর মধ্যে হৃদপিন্ডের মধ্যে ছিদ্র (অ্যাট্রিয়াল সেপটাল ডিফেক্ট, ভেন্ট্রিকুলার, সেপটাল ডিফেক্ট), ট্রেটালজী অফ ফ্যালট, প্যাটেন্ট ডাক্টাস আর্টারিওসাস ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এই সব জন্মগত হৃদরোগের ত্রুটির কারণে একদিকে যেমন শিশুর শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধি বাধাগ্রস্থ হয়, তেমনি ধীরে ধীরে এই ত্রুটিসমূহ অনিরাময়যোগ্য হয়ে যায়। যার পরিণাম নিশ্চিত মৃত্যু। অনিরাময়যোগ্য হওয়ার পূর্বে যদি যথাযথ চিকিৎসা যেমন-কার্ডিয়াক সার্জারী বা ডিভাইসক্লোজার করা যায় তবে রোগীরা সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবন লাভ করতে পারে।

৩.০ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

ক) ক্যান্সার, কিডনী, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড ও জন্মগত হৃদরোগে আক্রান্ত গরীব রোগীদের চিকিৎসা সহায়তা প্রদান;

খ) আক্রান্ত রোগীর পরিবারের ব্যয়ভার বহনে সহায়তা করা;

গ) সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে সহায়তা করা।

৪.০ কর্মসূচি বাস্তবায়নের কৌশল :

ক্যান্সার, কিডনী, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড ও জন্মগত হৃদরোগে আক্রান্ত গরীব রোগীদের সনাক্ত করে সমাজসেবা অধিদফতরের জনবল, স্থানীয় প্রশাসন, জনপ্রতিনিধি ও সুধীজনের সহযোগিতায় এ নীতিমালা অনুসরণ করে প্রকৃত দুঃস্থ ও অসহায় ব্যক্তিদের তালিকা প্রণয়নপূর্বক গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে।

৫.০ কার্য এলাকা :

ক্যান্সার, কিডনী, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড ও জন্মগত হৃদরোগে আক্রান্ত গরীব রোগীদের আর্থিক সহায়তা কর্মসূচিতে কার্য এলাকা বলতে সমগ্র বাংলাদেশকে বোঝাবে।

৬.০ বাস্তবায়ন কর্তৃপক্ষ :

(ক) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সমাজসেবা অধিদফতর এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে। এ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া জেলা সমাজসেবা কার্যালয় এবং উপজেলা, শহর সমাজসেবা ও হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যালয়সমূহের সাংগঠনিক কাঠামোতে বিদ্যমান জনবল, জেলা ও উপজেলা প্রশাসনে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীর মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হবে। সরকার প্রয়োজনে স্থানীয় সরকার (নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি) এর সহায়তা গ্রহণ করবে।

(খ) মাননীয় অর্থমন্ত্রীর সভাপতিত্বে গঠিত 'সামাজিক নিরাপত্তা বলয় কর্মসূচি সার্বিক তত্ত্বাবধান সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি' এ কর্মসূচি সার্বিক তত্ত্বাবধান করবেন। তাছাড়া জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসকের সভাপতিত্বে জেলা বাছাই কমিটি, সমাজসেবা অধিদফতর পর্যায়ে মহাপরিচালক এর সভাপতিত্বে গঠিত বাস্তবায়ন কমিটি এবং জাতীয় পর্যায়ে সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সভাপতিত্বে জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি গঠিত হবে।

৭.০. সমীক্ষা/তথ্য সংগ্রহ :

প্রতিবছর দেশে লক্ষাধিক লোক ক্যান্সার, কিডনী, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড ও জন্মগত হৃদরোগে আক্রান্ত হচ্ছে। অর্থের অভাবে ক্যান্সার, কিডনী, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড ও জন্মগত হৃদরোগে আক্রান্ত রোগীরা ধুঁকে ধুঁকে মারা যায়। তেমনি তাদের পরিবার ব্যয়ভার বহন করে নিঃস্ব হয়ে পড়ে। পল্লী ও শহর এলাকায় এসকল দূরারোগ্য রোগে আক্রান্ত রোগীগণ আর্থিক সহায়তার জন্য আবেদন করতে পারবেন। সমাজসেবা অধিদফতর প্রয়োজনে এ বিষয়ে সমীক্ষা/তথ্য সংগ্রহ করে প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

মোঃ মুখলেছুর রহমান খান
সহকারী সচিব
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

(মোঃ সামিবর ইমাম)
কর্মসূচি পরিচালক
ক্যান্সার, কিডনী ও লিভার সিরোসিস
রোগীর আর্থিক সহায়তা কর্মসূচি
সমাজসেবা অধিদফতর, ঢাকা।

গাজী মোহাম্মদ নূরুল কবির
(অতিরিক্ত সচিব)
মহাপরিচালক
সমাজসেবা অধিদফতর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৮.০ আর্থিক সহায়তার পরিমাণ :

ক্যান্সার, কিডনী, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড ও জন্মগত হৃদরোগে আক্রান্ত নির্বাচিত প্রত্যেক রোগীকে এককালীন ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা প্রদান করা হবে। আর্থিক অনুদান বৃদ্ধি/হ্রাসের ক্ষমতা সরকার সংরক্ষণ করবে।

৯.০ কর্মসূচি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া :

৯.১ প্রার্থী নির্বাচনের মানদন্ড :

(ক) **নাগরিকত্ব:** প্রার্থীকে অবশ্যই বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে।

(খ) **দুস্থ:** সর্বোচ্চ দুস্থ ব্যক্তিকে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে।

(গ) **আর্থ-সামাজিক অবস্থা:**

১. **আর্থিক অবস্থার ক্ষেত্রে:** শিশু, নিঃস্ব, উদ্বাস্তু ও ভূমিহীনকে ক্রমানুসারে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

২. **সামাজিক অবস্থার ক্ষেত্রে:** বয়োজ্যেষ্ঠ, বিধবা, তালাকপ্রাপ্তা, বিপত্নীক, নিঃসন্তান, পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিদেরকে ক্রমানুসারে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

(ঘ) **ভূমির মালিকানা :** প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ভূমিহীন প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে বসতবাড়ী ব্যতীত কোন ব্যক্তির জমির পরিমাণ ০.৫০ একর বা তার কম হলে তিনি ভূমিহীন বলে গণ্য হবেন।

৯.২ আর্থিক সহায়তা প্রাপ্তির যোগ্যতা ও শর্তাবলী :

১. ক্যান্সার, কিডনী, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড ও জন্মগত হৃদরোগে আক্রান্ত রোগীকে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট রোগের বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্র ও টেস্ট রিপোর্ট জমা দিতে হবে;
যেমন-

ক. ক্যান্সার রোগের ক্ষেত্রে Histopathology /Cytopahtology/Bone Marrow Report বা অন্যান্য টেস্ট রিপোর্ট থাকতে হবে।

খ. কিডনী রোগের ক্ষেত্রে Acute Renal Failure অথবা Chronic Renal Failure এ আক্রান্ত ডায়ালাইসিস সেবা নিচ্ছে, কিডনী প্রতিস্থাপনের প্রস্তুতি নিচ্ছে অথবা কিডনী প্রতিস্থাপন করেছে এমন রোগীদেরকে বিবেচনা করতে হবে। রক্তে ইউরিয়া ও ক্রিয়েটিনের মাত্রার রিপোর্ট থাকতে হবে।

গ. লিভার সিরোসিস রোগের ক্ষেত্রে লিভারের আল্ট্রাসনোগ্রাম রিপোর্ট থাকবে হবে।

ঘ. স্ট্রোকে প্যারালাইজড আক্রান্ত রোগীকে নিউরোলজিষ্ট কর্তৃক প্রত্যায়িত হতে হবে এবং MRI/CT Scan Report থাকলে ভাল হয়।

ঙ. জন্মগত হৃদরোগের ক্ষেত্রে Echo Cardiogram রিপোর্ট থাকতে হবে।

২. জাতীয় পরিচয়পত্র/জন্ম সনদ (১ম শ্রেণীর গেজেটেড অফিসার কর্তৃক সত্যায়িত ফটোকপি) থাকতে হবে।

৩. জেলা বাছাই কমিটি কর্তৃক বিবেচিত হতে হবে।

১০. আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য প্রার্থী বাছাই পদ্ধতি :

১০.১ আর্থিক সহায়তা প্রদান সংক্রান্ত কমিটি :

প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে অনুচ্ছেদ ১৪.০ এ বর্ণিত কমিটিসমূহ তাদের কর্মপরিধি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১০.২. প্রচার ও দরখাস্ত আহবান:

১. সমাজসেবা অধিদফতরের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য দরখাস্ত আহবান করে স্থানীয় কমিটি, গণমাধ্যম, স্থানীয় পত্রিকা, পোষ্টার, লিফলেট প্রকাশ এবং সরকারি/বেসরকারি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে অবহিতকরণসহ স্থানীয়ভাবে সর্বসাধারণের মাঝে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

২. ক্যান্সার, কিডনী, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড ও জন্মগত হৃদরোগে আক্রান্ত রোগীদের মধ্যে আর্থিক সহায়তা গ্রহণে আগ্রহী আবেদনকারীগণ নির্ধারিত ফরমে **(পরিশিষ্ট-১)** আবেদন করবেন। উপরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয় এবং সমাজসেবা অধিদফতরের ওয়েব সাইট (www.dss.gov.bd) থেকেও আবেদন পত্র ডাউনলোড করে ব্যবহার করা যাবে। ০২ (দুই) কপি আবেদনপত্র উপরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ে এ পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দাখিল করতে হবে।

(মোঃ [illegible]কির ইমাম)
কর্মসূচি পরিচালক
ক্যান্সার, কিডনী ও লিভার সিরোসিস
রোগীর আর্থিক সহায়তা কর্মসূচি
সমাজসেবা অধিদফতর, ঢাকা।

গাজী মোহাম্মদ নূরুল কবির
(অতিরিক্ত সচিব)
মহাপরিচালক
সমাজসেবা অধিদফতর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মোঃ মুখ[illegible] রহমান খান
সহকারী সচিব
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

১০.৩. প্রার্থী বাছাই প্রক্রিয়া:

১. সংশ্লিষ্ট উপপরিচালক ক্যান্সার, কিডনী, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড ও জন্মগত হৃদরোগে আক্রান্ত রোগীকে আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য প্রাপ্ত আবেদন **প্রার্থী নির্বাচনের মানদন্ড অনুযায়ি জেলা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে** একটি প্রাথমিক তালিকা প্রস্তুত করে জেলা কমিটিতে পেশ করবেন। আবেদনপত্রের সাথে অবশ্যই ক্যান্সার, কিডনী, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড ও জন্মগত হৃদরোগ সংক্রান্ত রেজিষ্টার্ড চিকিৎসক কর্তৃক প্রত্যয়নপত্রসহ (পরিশিষ্ট-২) প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দাখিল করতে হবে।

২. সংশ্লিষ্ট উপপরিচালক তাঁর জেলাধীন আবেদনকারী ক্যান্সার, কিডনী, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড ও জন্মগত হৃদরোগে আক্রান্ত রোগীদের মধ্যে প্রাথমিকভাবে যোগ্য ও অযোগ্য ব্যক্তির চিকিৎসা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও তথ্য সম্বলিত দু'টি পৃথক তালিকা ও রেজিস্টার সংরক্ষণ করবেন (পরিশিষ্ট-৩)।

৩. উক্ত তালিকা এবং প্রাপ্ত আবেদনসমূহ জেলা বাস্তবায়ন কমিটির সভায় উপস্থাপন করতে হবে এবং বাস্তবায়ন কমিটি আবেদনপত্রসমূহ যাচাই বাছাই করে আর্থিক সহায়তা প্রাপ্তির যোগ্য একাটি তালিকা (আনুষাঙ্গিক কাগজপত্রসহ) প্রাথমিকভাবে অনুমোদন করে মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদফতর এর নেতৃত্বে গঠিত কমিটি বরাবর প্রেরণ করবেন। উক্ত কমিটি তালিকা প্রাপ্তির পর তা যাচাই বাছাই করে বাজেট বরাদ্দ অনুযায়ী নির্ধারিত সংখ্যক প্রার্থীকে আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য একটি তালিকা প্রস্তুত করে চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি বরাবর প্রেরণ করবেন। উক্ত কমিটি কর্তৃক চূড়ান্ত অনুমোদনের পর সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রীর সম্মতি/অনুমোদনক্রমে চেক বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সমাজসেবা অধিদফতর এ সংক্রান্ত একটি রেজিস্টার (পরিশিষ্ট-৪) সংরক্ষণ করবে।

১১.০. যে সকল কারণে আর্থিক সহায়তা বাতিল করা যাবে:

১. ভুল তথ্য দিলে কিংবা দাখিলকৃত কাগজপত্রের সঠিকতা প্রমাণিত না হলে;

২. সরকার কর্তৃক অন্য কোনো আর্থিক সুবিধা এ উদ্দেশ্যে গ্রহণ করলে ;

৩. আর্থিক সহায়তার জন্য তালিকাভুক্তির পর উহা গ্রহণে ইচ্ছুক না হলে;

১২.০. আর্থিক সহায়তা পরিশোধ পদ্ধতি:

১. প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় ক্যান্সার, কিডনী, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড ও জন্মগত হৃদরোগে আক্রান্ত রোগীর আর্থিক সহায়তা প্রদান বাবদ বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থ কিস্তিওয়ারী মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদফতর বরাবর ন্যস্ত করবে। তিনি আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তা হিসেবে আর্থিক সহায়তা বাবদ বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থ বিধিমোতাবেক অগ্রিম উত্তোলন করে সোনালী ব্যাংকে এ কার্যক্রমের কেন্দ্রীয় হিসাবে জমা করবেন।

২. জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি কর্তৃক চূড়ান্ত অনুমোদনের পর আবেদনকারীরর নামে/বৈধ অবিভাবকের নামে চেক প্রদান/একাউন্টে টাকা স্থানান্তর (Transfer) করা যাবে। আবেদনকারী নিজে অথবা তার পক্ষে বৈধ অভিভাবক/ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি উক্ত চেক গ্রহণ করতে পারবেন। চেক বিতরণ সংক্রান্ত একটি রেজিষ্টার (পরিশিষ্ট-৫) সংরক্ষণ করতে হবে।

৩. আবেদন করার পর রোগী মৃত্যুবরণ করলে তার বৈধ উত্তরাধীকারীকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা যাবে।

৪. অর্থবছরান্তে অব্যয়িত অর্থ বিধিমতে সরকারি কোষাগারে সমর্পন করতে হবে।

৫. প্রতি অর্থবছরে ৪ কিস্তিতে অর্থ ছাড় হবে এবং প্রতি কিস্তি ছাড়ের পরপরই চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত আবেদনকারী/বৈধ অভিভাবকের নামে চেক প্রদান/টাকা স্থানান্তর নিশ্চিত করা যেতে পারে।

১৩. পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন :

১. জাতীয় পর্যায়ে একটি কর্মসূচি সুষ্ঠু ও সুচারুভাবে পরিচালনার জন্য পরিবীক্ষণ ও তত্ত্বাবধানের গুরুত্ব অপরিসীম। 'সামাজিক নিরাপত্তা বলয়' কর্মসূচি সুদৃঢ়করণে ক্যান্সার, কিডনী, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড ও জন্মগত হৃদরোগীর আর্থিক সহায়তা কর্মসূচির প্রভাব, আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, পরিবর্তন বিবেচনায় নিয়ে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং সমাজসেবা অধিদফতরে পরিবীক্ষণ ও তত্ত্বাবধান করবে। আর্থিক বছর শেষে এ কর্মসূচি মূল্যায়ন করা হবে এবং মূল্যায়নের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে পরবর্তী পরিকল্পনা/কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে।

২. মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদফতর এর নেতৃত্বে গঠিত কমিটির পাশাপাশি জেলা বাছাই কমিটি এ কর্মসূচির সার্বিক বিষয়াদি তত্ত্বাবধান করবেন এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষ বরাবর কর্মসূচি বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন। তাছাড়া, বর্ণিত কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়নের জন্য গঠিত জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি ও মন্ত্রিসভা কমিটিও প্রতি বছর বাস্তবায়নের অগ্রগতি মূল্যায়নপূর্বক পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৩. সরকারি/বেসরকারি পর্যায়ে গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠানকে এ সকল কার্যক্রম এর সার্বিক মূল্যায়নের দায়িত্ব প্রদান করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে মূল্যায়ন দলে সংশ্লিষ্ট রোগে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসককে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৪. মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কর্তৃক এ কার্যক্রমের বাৎসরিক অডিট সম্পন্ন করতে হবে।

গাজী মোহাম্মদ নুরুল কবির
(অতিরিক্ত সচিব)
মহাপরিচালক
সমাজসেবা অধিদফতর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(মোঃ সাব্বির ইমাম)
কর্মসূচি পরিচালক
ক্যান্সার, কিডনী ও লিভার সিরোসিস রোগীর আর্থিক সহায়তা কর্মসূচি
সমাজসেবা অধিদফতর, ঢাকা।

মোঃ ... খান
সচিব
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সচিবালয়, ঢাকা।

১৪.০. ক্যান্সার, কিডনী, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড ও জন্মগত হৃদরোগীর **আর্থিক সহায়তা কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য গঠিত কমিটিসমূহ:**

১৪.১ জেলা বাছাই কমিটি:

১৪.১.১ কমিটির রূপরেখা:

১.	জেলা প্রশাসক (পার্বত্য জেলার ক্ষেত্রে জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান)	- সভাপতি
২.	পার্বত্য জেলার ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক এর প্রতিনিধি ১ (এক) জন	- সদস্য
৩.	জেলার সংশ্লিষ্ট মাননীয় স্থানীয় সংসদ সদস্যের ১ (এক) জন করে প্রতিনিধি	- সদস্য
৪.	মেয়রের প্রতিনিধি (সিটি কর্পোরেশন)/মেয়র (সিটিকর্পোরেশন বহির্ভূত জেলা পর্যায়ের পৌরসভা)	- সদস্য
৫.	জেলার সংশ্লিষ্ট উপজেলা চেয়ারম্যান	- সদস্য
৬.	সিভিল সার্জন/সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক	- সদস্য
৭.	পুলিশ সুপার	-সদস্য
৮.	জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের প্রতিনিধি ১ (এক) জন	- সদস্য
৯.	জেলা সমাজকল্যাণ পরিষদের সহসভাপতি (জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের সদস্য)	- সদস্য
১০.	উপপরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়	- সদস্য সচিব

১৪.১.২ কমিটির কর্মপরিধি:

১. ক্যান্সার, কিডনী, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড ও জন্মগত হৃদরোগীর আর্থিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে প্রাপ্ত আবেদনপত্রসমূহ প্রার্থী নির্বাচনের মানদন্ড অনুযায়ি যাচাই-বাছাই করে প্রাথমিক অগ্রাধিকার তালিকা প্রণয়নপূর্বক আবেদনের ০১ (এক) কপি প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ সমাজসেবা অধিদফতর পর্যায়ের কমিটি বরাবর প্রেরণ ;
২. আপীল/অভিযোগ নিস্পত্তিকরণ;
৩. উচ্চতর কমিটির নির্দেশনা বাস্তবায়ন ও সুপারিশ প্রেরণ;
৪. কমিটি বছরে অন্ততঃ ০৪ (চার) বার সভায় মিলিত হবে।

১৪.২. সমাজসেবা অধিদফতর পর্যায়ে গঠিত বাস্তবায়ন কমিটি:

১৪.২.১ কমিটির রূপরেখাঃ

১.	মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদফতর	- সভাপতি
২.	উপসচিব (কর্মসূচি), সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	- সদস্য
৩.	পরিচালক (কার্যক্রম), সমাজসেবা অধিদফতর	- সদস্য
৪.	জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের নির্বাহী সচিব	- সদস্য
৫.	স্বাস্থ্য অধিদফতর কর্তৃক মনোনীত সংশ্লিষ্ট রোগে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক (অধ্যাপক/সহযোগী অধ্যাপক/ সহকারী অধ্যাপক পর্যায়ের কর্মকর্তা)	- সদস্য
৬.	জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের প্রতিনিধি (পরিচালক পর্যায়ের কর্মকর্তা)	- সদস্য
৭.	প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা/প্রতিনিধি, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	- সদস্য
৮.	সহকারী মহাব্যবস্থাপক/ব্যবস্থাপক সংশ্লিষ্ট ব্যাংক	- সদস্য
৯.	কর্মসূচি পরিচালক, সমাজসেবা অধিদফতর	-সদস্য সচিব

১৪.২.২ কমিটির কর্মপরিধি:

(১) জেলা বাছাই কমিটি কর্তৃক প্রেরিত তালিকা ও কাগজপত্র যাচাই বাছাইপূর্বক প্রস্তুতকৃত তালিকা চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটির নিকট প্রেরণ ;
(২) জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত তালিকা অনুযায়ী চেক বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ;
(৩) যাবতীয় অভিযোগ নিস্পত্তিকরণ;
(৪) উচ্চতর কমিটির নির্দেশনা বাস্তবায়ন ও সুপারিশ প্রেরণ;
(৫) কমিটি বছরে অন্ততঃ ৩ বার মিলিত হবে।

২০/০৮/২০২৫
মোঃ মুখলেছুর রহমান খান
সহকারী সচিব
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

(মোঃ সাকিবর ইমাম)
কর্মসূচি পরিচালক
ক্যান্সার, কিডনী ও লিভার সিরোসিস রোগীর আর্থিক সহায়তা কর্মসূচি
সমাজসেবা অধিদফতর, ঢাকা।

গাজী মোহাম্মদ নূরুল কবির
(অতিরিক্ত সচিব)
মহাপরিচালক
সমাজসেবা অধিদফতর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৪.৩ **জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি :**

১৪.৩.১ **কমিটির রূপরেখা :**

১.	সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	- সভাপতি
২.	অর্থ মন্ত্রণালয়ের এর প্রতিনিধি (যুগ্মসচিবের নীচে নয়)	- সদস্য
৩.	স্থানীয় সরকার বিভাগের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিবের নীচে নয়)	- সদস্য
৪.	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে প্রতিনিধি (যুগ্মসচিবের নীচে নয়)	- সদস্য
৫.	সংশ্লিষ্ট যুগ্মসচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	- সদস্য
৬.	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের প্রতিনিধি (মহাপরিচালকের নীচে নয়)	- সদস্য
৭.	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট রোগে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক (অধ্যাপক পদমর্যাদার নীচে নয়)	-সদস্য
৮.	মহাব্যবস্থাপক, সোনালী ব্যাংক লি:	-সদস্য
৯.	সরকার কর্তৃক মনোনীত ০১ (এক) জন মহিলা প্রতিনিধি	- সদস্য
১০.	মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদফতর	- সদস্য সচিব

১৪.৩.২ **কমিটির কর্মপরিধিঃ**

১. সমাজসেবা অধিদফতর পর্যায়ে গঠিত বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক প্রেরিত তালিকা চূড়ান্ত অনুমোদন;

২. ক্যান্সার, কিডনী, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড ও জন্মগত হৃদরোগীর আর্থিক সহায়তা কর্মসূচি এর নীতি নির্ধারণ, বাজেট প্রণয়ন ও অগ্রগতি তদারকিকরণ;

৩. উচ্চ পর্যায়ের সমন্বয় ও সুপারিশমালা প্রণয়ন;

৪. পরিদর্শন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন;

৫. কর্মসূচি বাস্তবায়নকালে উদ্ভুত সমস্যা নিরসনে পরামর্শ ও নির্দেশনা প্রদান;

৬. কমিটি বছরে অন্ততঃ ০৩ (তিন) বার সভায় মিলিত হবে।

১৪.৪ সামাজিক নিরাপত্তা বলয় কর্মসূচি সার্বিক তত্ত্বাবধান সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটিতে ক্যান্সার, কিডনী, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড ও জন্মগত হৃদরোগীর আর্থিক সহায়তা কর্মসূচি অন্তর্ভুক্তকরণ, পূর্ববর্তী বৎসরের সার্বিক মূল্যায়ন ও পরবর্তী বৎসরের বাজেট নির্ধারণ করতে হবে ।

১৫. **নীতিমালার সংশোধন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জনের ক্ষমতা:** সরকার নীতিমালার সংশোধন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জনের ক্ষমতা সংরক্ষণ করবে।

মোঃ মুখলেছুর রহমান খান
সহকারী সচিব
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

(মোঃ সাকিবর ইমাম)
কর্মসূচি পরিচালক
ক্যান্সার, কিডনী ও লিভার সিরোসিস
রোগীর আর্থিক সহায়তা কর্মসূচি
সমাজসেবা অধিদফতর, ঢাকা।

গাজী মোহাম্মদ নুরুল কবির
(অতিরিক্ত সচিব)
মহাপরিচালক
সমাজসেবা অধিদফতর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ক্যান্সার, কিডনী, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড ও জন্মগত হৃদরোগে আক্রান্ত রোগীর আর্থিক সহায়তা প্রাপ্তির জন্য

আবেদনের নির্দেশিকা

১. আক্রান্ত রোগীকে (ক্যান্সার, কিডনী, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড ও জন্মগত হৃদরোগ) উপপরিচালক, সংশ্লিষ্ট জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ে মোট ০২ (দুই) সেট আবেদনপত্র জমা করতে হবে

২. আবেদনপত্রের সাথে অবশ্যই **রেজিস্টার্ড চিকিৎসক** কর্তৃক প্রদত্ত প্রত্যয়নপত্রের মূলকপি সংযুক্ত করতে হবে;

৩. ক্যান্সার, কিডনী, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড ও জন্মগত হৃদরোগে আক্রান্ত রোগীকে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট রোগের বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্র ও টেস্ট রিপোর্ট জমা দিতে হবে; যেমন-

ক. ক্যান্সার রোগের ক্ষেত্রে Histopathology /Cytopahtology/Bone Marrow Report বা অন্যান্য টেস্ট রিপোর্ট থাকতে হবে।

খ. কিডনী রোগের ক্ষেত্রে Acute Renal Failure অথবা Chronic Renal Failure এ আক্রান্ত ডায়ালাইসিস সেবা নিচ্ছে, কিডনী প্রতিস্থাপনের প্রস্তুতি নিচ্ছে অথবা কিডনী প্রতিস্থাপন করেছে এমন রোগীদেরকে বিবেচনা করতে হবে। রক্তে ইউরিয়া ও ক্রিয়েটিনের মাত্রার রিপোর্ট থাকতে হবে।

গ. লিভার সিরোসিস রোগের ক্ষেত্রে লিভারের আল্ট্রাসনোগ্রাম রিপোর্ট থাকবে হবে।

ঘ. স্ট্রোকে প্যারালাইজড আক্রান্ত রোগীকে নিউরোলজিষ্ট কর্তৃক প্রত্যায়িত হতে হবে এবং MRI/CT Scan Report থাকলে ভাল হয়।

ঙ. জন্মগত হৃদরোগের ক্ষেত্রে Echo Cardiogram রিপোর্ট থাকতে হবে।

৪. জাতীয় পরিচয় পত্র/জন্ম সনদ (১ম শ্রেণীর গেজেটেড অফিসার কর্তৃক সত্যায়িত) থাকতে হবে;

৫. ০২ (দুই) কপি ছবি (১ম শ্রেণীর গেজেটেড অফিসার কর্তৃক সত্যায়িত) যা দরখাস্তে গাম দিয়ে পেস্ট করা ছবির অতিরিক্ত।

৬. এ উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক অন্য কোনো আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করছে না মর্মে প্রার্থীকে প্রত্যয়ন দিতে হবে;

৭. রোগীর বয়স আবেদনের তারিখে ১৮ বছরের কম হলে পিতা/মাতা/বৈধ অভিভাবক আবেদন করতে পারবেন, সেক্ষেত্রে আবেদনকারীর ০২ (দুই) কপি ছবি (১ম শ্রেণীর গেজেটেড অফিসার কর্তৃক সত্যায়িত) সংযুক্ত করতে হবে।

৮. সমাজসেবা অধিদফতরের ওয়েব সাইট (www.dss.gov.bd) থেকে আবেদন পত্র ডাউনলোড করে আবেদন করা যাবে।

বি. দ্র. এই পৃষ্ঠাটি আবেদনপত্রের সাথে সংযুক্ত করার প্রয়োজন নেই।

মোঃ মুখলেছুর রহমান খান
সহকারী সচিব
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

(মোঃ সাবির ইমাম)
কর্মসূচি পরিচালক
ক্যান্সার, কিডনী ও লিভার সিরোসিস
রোগীর আর্থিক সহায়তা কর্মসূচি
সমাজসেবা অধিদফতর, ঢাকা।

গাজী মোহাম্মদ নুরুল কাদির
(অতিরিক্ত সচিব)
মহাপরিচালক
সমাজসেবা অধিদফতর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরিশিষ্ট-১

এখানে পাসপোর্ট সাইজের ছবি আঠা দিয়ে লাগিয়ে তার উপর ১ম শ্রেণির গেজেটেড কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত করতে হবে।

আবেদনের তারিখ: .....

বরাবর
মহাপরিচালক
সমাজসেবা অধিদফতর
সমাজসেবা ভবন
ই-৮/বি-১, আগারগাঁও,
শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

মাধ্যম: উপপরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ...।

বিষয়: ক্যান্সার/ কিডনী/ লিভার সিরোসিস/স্ট্রোকে প্যারালাইজড/জন্মগত হৃদরোগে আক্রান্ত রোগীর আর্থিক সহায়তার জন্য আবেদন।

মহোদয়,

আমি/আমার পুত্র/কন্যা/পোষ্য/পিতা/মাতা একজন ক্যান্সার/কিডনী/ লিভার সিরোসিস/স্ট্রোকে প্যারালাইজড/জন্মগত হৃদরোগে আক্রান্ত রোগী। আমি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়াধীন সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক বাস্তবায়িত ক্যান্সার, কিডনী, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড জন্মগত হৃদরোগরোগে আক্রান্ত রোগীর আর্থিক সহায়তা কর্মসূচি হতে আর্থিক সহায়তা পেতে ইচ্ছুক। নিম্নে যাবতীয় তথ্যাদি প্রদান করা হলো:

১. রোগীর নাম (বাংলায়): .....
(জাতীয় পরিচয় পত্র/জন্ম সনদ অনুসারে)

২. Patient's Name (In English Capital Letters): .....
(According to National ID card/ Birth Certificate)

Patient's National ID No:

৩. অথবা

Patient's Birth Registration No.

৪. রোগীর জন্ম তারিখ (খ্রিস্টাব্দ):

দিন		মাস		বছর			

৫. রোগীর বয়স (আবেদনের তারিখে):

বছর			মাস		দিন	

৬. রোগীর লিঙ্গ (টিক চিহ্ন দিন): (ক) নারী (খ) পুরুষ (গ) হিজড়া

৭. রোগীর ধর্ম (টিক চিহ্ন দিন): (ক) মুসলমান (খ) হিন্দু (গ) বৌদ্ধ (ঘ) খ্রিস্টান (ঙ) অন্যান্য (উল্লেখ করুন).....

৮. রোগীর মাতার নাম (বাংলা): .....

৯. রোগীর মাতার নাম (ইংরেজী বড় হাতের অক্ষরে): .....

১০. রোগীর মাতার জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর: .....

১১. রোগীর পিতার নাম (বাংলা): .....

গাজী মোহাম্মদ নূরুল কবির
(অতিরিক্ত সচিব)
মহাপরিচালক
সমাজসেবা অধিদফতর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(মোঃ সাব্বির ইমাম)
কর্মসূচি পরিচালক
ক্যান্সার, কিডনী ও লিভার সিরোসিস
রোগীর আর্থিক সহায়তা কর্মসূচি
সমাজসেবা অধিদফতর, ঢাকা।

১২. রোগীর পিতার নাম (ইংরেজী বড় হাতের অক্ষরে): .....

১৩. রোগীর পিতার জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর: .....

১৪. রোগীর জন্ম স্থান: উপজেলা ..... জেলা:.....

১৫. রোগীর বৈবাহিক অবস্থা (টিকচিহ্ন দিন): (ক) অবিবাহিত (খ) বিবাহিত (গ) বিধবা/বিপত্নীক (ঘ) স্বামী/স্ত্রী পৃথক (ঙ) তালাক প্রাপ্ত/বিবাহ বিচ্ছিন্ন।

১৬. রোগীর স্বামী/স্ত্রীর নাম (বাংলা): .....

১৭. রোগীর স্বামী/স্ত্রীর নাম (ইংরেজী বড় অক্ষরে): .....

১৮. রোগীর স্বামী/স্ত্রীর জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর: .....

১৯. রোগীর ব্যাংক একাউন্ট নম্বর, ব্যাংক ও শাখার নাম: (যদি থাকে).....

২০. রোগীর বর্তমান ঠিকানা:

২০.১ বাসা/হোল্ডিং নং	
২০.২ রাস্তার নাম নং	
২০.৩ ব্লক/সেক্টর/মৌজা/মহল্লা/এলাকার নাম	
২০.৪ গ্রাম	
২০.৫ ডাকঘর	
২০.৬ পোস্ট কোড	
২০.৭ ওয়ার্ড নম্বর	
২০.৮ ইউনিয়ন/ ক্যা: বো:	
২০.৯ উপজেলা	
২০.১০ থানা	
২০.১১ সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা	
২০.১২ জেলা	
২০.১৩ দেশ	বাংলাদেশ।
২০.১৪ ফোন নং	
২০.১৫ মোবাইল নং	
২০.১৬ ই-মেইল	

মোঃ মুখলেছুর রহমান খান
সহকারী সচিব
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

(মোঃ সাব্বির ইমাম)
কর্মসূচি পরিচালক
ক্যান্সার, কিডনী ও লিভার সিরোসিস
রোগীর আর্থিক সহায়তা কর্মসূচি
সমাজসেবা অধিদফতর, ঢাকা।

গাজী মোহাম্মদ নুরুল কবির
(অতিরিক্ত সচিব)
মহাপরিচালক
সমাজসেবা অধিদফতর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২১. রোগীর স্থায়ী ঠিকানা:

২১.১ বাসা/হোল্ডিং নং	
২১.২ রাস্তার নাম নং	
২১.৩ ব্লক/সেক্টর/মৌজা/মহল্লা/এলাকার নাম	
২১.৪ গ্রাম	
২১.৫ ডাকঘর	
২১.৬ পোস্ট কোড	
২১.৭ ওয়ার্ড নম্বর	
২১.৮ ইউনিয়ন/ ক্যা: বো:	
২১.৯ উপজেলা	
২১.১০ থানা	
২১.১১ সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা	
২১.১২ জেলা	
২১.১৩ দেশ	বাংলাদেশ।

২২. রোগীর পেশা: .....

২৩. রোগীর/ অভিভাবকের বাৎসরিক আয়: .....

২৪. রোগীর/অভিভাবকের জমি/সম্পদের পরিমাণ: .....

এতদ্বারা প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, উপরে প্রদত্ত তথ্যাদি আমার জানামতে সঠিক।

.....

আবেদনকারীর স্বাক্ষর

(রোগীর বয়স আবেদনের তারিখে ১৮ বছরের কম হলে পিতা/মাতা/বৈধ অভিভাবক আবেদন করতে পারবেন)

আবেদনকারীর নাম: .....

রোগীর সাথে সম্পর্ক: .....

আবেদনকারীর মাতার নাম: .....

আবেদনকারীর পিতার নাম: .....

আবেদনকারীর জাতীয় পরিচয় পত্র নং .....

আবেদনকারীর মোবাইল নং.....

গাজী মোহাম্মদ নুরুল কবির
(অতিরিক্ত সচিব)
মহাপরিচালক
সমাজসেবা অধিদফতর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সংযুক্তি:

১. বিশেষজ্ঞ ডাক্তার কর্তৃক প্রদত্ত সংশ্লিষ্ট রোগের প্রত্যয়ন পত্রের মূলকপি (নির্দিষ্ট ছকে)।
২. রোগের ব্যবস্থাপত্র সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের (১ম শ্রেণীর গেজেটেড অফিসার কর্তৃক সত্যায়িত) ফটোকপি।
৩. জাতীয় পরিচয় পত্র/জন্ম সনদের (১ম শ্রেণীর গেজেটেড অফিসার কর্তৃক সত্যায়িত) ফটোকপি।
৪. ০২ (দুই) কপি ছবি (১ম শ্রেণীর গেজেটেড অফিসার কর্তৃক সত্যায়িত) যা দরখাস্তে গাম দিয়ে পেস্ট করা ছবির অতিরিক্ত।
৫. রোগী কর্তৃক প্রত্যয়ণপত্র।
৬. *রোগীর বয়স আবেদনের তারিখে ১৮ বছরের কম হলে পিতা/মাতা/বৈধ অভিভাবক আবেদন করতে পারবেন, সেক্ষেত্রে আবেদনকারীর ০২ (দুই) কপি ছবি (১ম শ্রেণীর গেজেটেড অফিসার কর্তৃক সত্যায়িত)।

মোঃ নুরুল ইসলাম খান
সহকারী সচিব
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

(মোঃ সাকিবর ইমাম)
কর্মসূচি পরিচালক
ক্যান্সার, কিডনী ও লিভার সিরোসিস
রোগীর আর্থিক সহায়তা কর্মসূচি
সমাজসেবা অধিদফতর, ঢাকা।

(সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ ডাক্তার কর্তৃক ক্যান্সার/ কিডনী/ লিভার সিরোসিস/স্ট্রোকে প্যারালাইজড/জন্মগত হৃদরোগের প্রত্যয়নপত্র)

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, জনাব/বেগম .....

পিতা/স্বামী: .....

মাতা: .....

ঠিকানা: .....

.....

.....

তিনি একজন ..... ক্যান্সার/ কিডনী/ লিভার সিরোসিস/ স্ট্রোকে প্যারালাইজড/ জন্মগত হৃদরোগে আক্রান্ত রোগী।

[বি. দ্র. পরিস্কারভাবে রোগের নাম ও ধরণ উল্লেখ করতে হবে, অন্যথায় আবেদন বাতিল হয়ে যাবে]

.....
(স্বাক্ষর, তারিখ ও সীল)

ডাক্তারের রেজিষ্ট্রেশন নং: .....

ফোন: .....

মোবাইল: .....

আবেদনপত্রের সাথে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র:

ক. ক্যান্সার/কিডনী/লিভার সিরোসিস/স্ট্রোকে প্যারালাইজড/জন্মগত হৃদরোগে আক্রান্ত রোগীকে অবশ্যই রেজিস্টার্ড চিকিৎসক কর্তৃক প্রত্যায়িত হতে হবে;

খ. ক্যান্সার রোগের ক্ষেত্রে Histopathology /Cytopahtology/Bone Marrow Report বা অন্যান্য টেস্ট রিপোর্ট থাকতে হবে।

গ. কিডনী রোগের ক্ষেত্রে Acute Renal Failure অথবা Chronic Renal Failure এ আক্রান্ত ডায়ালাইসিস সেবা নিচ্ছে, কিডনী প্রতিস্থাপনের প্রস্তুতি নিচ্ছে অথবা কিডনী প্রতিস্থাপন করেছে এমন রোগীদেরকে বিবেচনা করতে হবে। রক্তে ইউরিয়া ও ক্রিয়েটিনের মাত্রার রিপোর্ট থাকতে হবে।

ঘ. লিভার সিরোসিস রোগের ক্ষেত্রে লিভারের আল্ট্রাসনোগ্রাম রিপোর্ট থাকবে হবে।

ঙ. ষ্ট্রোকে প্যারালাইজড আক্রান্ত রোগীকে নিউরোলজিষ্ট কর্তৃক প্রত্যায়িত হতে হবে এবং MRI/CT Scan Report থাকলে ভাল হয়।

চ. জন্মগত হৃদরোগের ক্ষেত্রে Echo Cardiogram রিপোর্ট থাকতে হবে।

মোঃ মুস্তাফিজুর রহমান খান
সহকারী সচিব
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

(মোঃ সাব্বির ইমাম)
কর্মসূচি পরিচালক
ক্যান্সার, কিডনী ও লিভার সিরোসিস
রোগীর আর্থিক সহায়তা কর্মসূচি
সমাজসেবা অধিদফতর, ঢাকা।

গাজী মোহাম্মদ নূরুল কবির
(অতিরিক্ত সচিব)
মহাপরিচালক
সমাজসেবা অধিদফতর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রত্যয়ণপত্র

আমি/আমার পুত্র/কন্যা/পোষ্য, ...

পিতা/স্বামী-.., মাতা-...

গ্রাম- ...., ডাকঘর-..

থানা/উপজেলা- ...., জেলা.................................... এই মর্মে প্রত্যয়ন করছি যে, ক্যান্সার/কিডনী/লিভার সিরোসিস/স্ট্রোকে প্যারালাইজড/জন্মগত হৃদরোগের চিকিৎসা খরচ বাবদ সরকার হতে কোন আর্থিক সহায়তা গ্রহণ করছি না/করি নাই।

....

আবেদনকারীর স্বাক্ষর

(রোগীর বয়স আবেদনের তারিখে ১৮ বছরের কম হলে পিতা/মাতা/বৈধ অভিভাবক আবেদন করতে পারবেন*)

আবেদনকারীর নাম: ....

রোগীর সাথে সম্পর্ক: ....

আবেদনকারীর মাতার নাম: ....

আবেদনকারীর পিতার নাম: ....,

আবেদনকারীর জাতীয় পরিচয় পত্র নং ....

আবেদনকারীর মোবাইল নং...

সহকারী সচিব
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

(মোঃ সাব্বির ইমাম)
কর্মসূচি পরিচালক
ক্যান্সার, কিডনী ও লিভার সিরোসিস
রোগীর আর্থিক সহায়তা কর্মসূচি
সমাজসেবা অধিদফতর, ঢাকা।

গাজী মোহাম্মদ নূরুল কবির
(অতিরিক্ত সচিব)
মহাপরিচালক
সমাজসেবা অধিদফতর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরিশিষ্ট-৩

ক্যান্সার/কিডনী/লিভার সিরোসিস/স্ট্রোকে প্যারালাইজড/জন্মগত হৃদরোগে আক্রান্ত রোগীর

তালিকা সম্বলিত রেজিস্টার

(প্রতিটি কলাম পূর্ণাঙ্গভাবে অবশ্যেই পূরণীয়)

জেলার নাম:

উপজেলার নাম:

রোগের নাম:

ক্রম.	রোগীর নাম	মাতার নাম	পিতা/স্বামীর নাম	রোগীর জাতীয় পরিচয়পত্র/জন্মসনদ নম্বর	ঠিকানা	বয়স	লিঙ্গ	পেশা	রোগের নাম	বাস্তবায়ন কমিটির সভার নম্বর ও তারিখ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১.											
২.											
৩.											
৪.											
৫.											
৬.											
৭.											
৮.											
৯.											

বাস্তবায়ন কমিটির সদস্য সচিবের স্বাক্ষর ও তারিখ
(নাম ও পদবীর সীল মোহর)

বাস্তবায়ন কমিটির সভাপতির স্বাক্ষর ও তারিখ
(নাম ও পদবীর সীল মোহর)

পরিশিষ্ট-৪

ক্যান্সার/কিডনী/লিভার সিরোসিস/স্ট্রোকে প্যারালাইজড/জন্মগত হৃদরোগে আক্রান্ত রোগীদের মাঝে চেক নম্বরসহ চেক বিতরণ সংক্রান্ত রেজিষ্টার

ক্রঃ নং	রোগীর নাম	মাতার নাম	পিতা/স্বামীর নাম	রোগীর জাতীয় পরিচয়পত্র/জন্ম সনদ নম্বর	বয়স	ঠিকানা	রোগের নাম	চেক নম্বর	তারিখ	টাকার পরিমাণ	জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটির সভার নম্বর ও তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১.											
২.											
৩.											
৪.											
৫.											
৬.											
৭.											
৮.											
৯.											

মোঃ মুখলেছুর রহমান খান
সহকারী সচিব
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

(মোঃ সাবির ইমাম)
কর্মসূচি পরিচালক
ক্যান্সার, কিডনী ও লিভার সিরোসিস
রোগীর আর্থিক সহায়তা কর্মসূচি
সমাজসেবা অধিদফতর, ঢাকা।

গাজী মোহাম্মদ নূরুল কবির
(অতিরিক্ত সচিব)
মহাপরিচালক
সমাজসেবা অধিদফতর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

কর্মসূচি পরিচালক
(নাম ও পদবীসহ সিলমোহর)

পরিশিষ্ট-৫

ক্যান্সার/কিডনী/লিভার সিরোসিস/স্ট্রোকে প্যারালাইজড/জন্মগত হৃদরোগে আক্রান্ত রোগীদের মাঝে
চেক বিতরণ সংক্রান্ত রেজিষ্টার

ক্রঃ নং	রোগীর নাম	মাতার নাম	পিতা/স্বামীর নাম	রোগীর জাতীয় পরিচয়পত্র/জন্মসনদ নম্বর	বয়স	ঠিকানা	রোগের নাম	চেক নম্বর	তারিখ	টাকার পরিমাণ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১.											
২.											
৩.											
৪.											
৫.											
৬.											
৭.											
৮.											
৯.											

৩০/০৭/২০২৫
মোঃ মুখলেছুর রহমান খান
সহকারী সচিব
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

(মোঃ সাব্বির ইমাম)
কর্মসূচি পরিচালক
ক্যান্সার, কিডনী ও লিভার সিরোসিস
রোগীর আর্থিক সহায়তা কর্মসূচি
সমাজসেবা অধিদফতর, ঢাকা।

গাজী মোহাম্মদ নুরুল কবির
(অতিরিক্ত সচিব)
মহাপরিচালক
সমাজসেবা অধিদফতর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

কর্মসূচি পরিচালক
(নাম ও পদবীসহ সিলমোহর)